যুগান্তর

তারিখ ... 10 JAN 2007 ...
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ৬

ভয়াবহ আর্থিক সংকটে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়

পাঁচ বছরে দলীয় বিবেচনায় পাঁচ শতাধিক নিয়োগ

সুদীপ্ত শর্মা, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

ভয়াবহ আর্থিক সংকটের মুখোমুখি হতে যাচ্ছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশ উপেক্ষা করে বাজেট-বহির্ভূতভাবে শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়ার ফলেই এ সংকট সৃষ্টি হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, গত জোট সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদে সাড়ে পাঁচশ'রও বেশি নিয়োগ দেয়া হয়েছে, যাদের প্রায় অর্ধেকই বাজেট-বহির্ভূত। বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট-বহির্ভূত এসব নিয়োগদানের ফলে বেতন খাতে কোটি কোটি টাকার ঘাটতি দেখা দিয়েছে। মঞ্জুরি কমিশন এখন পর্যন্ত এ ঘাটতি বাজেট দেয়ার কোন আশ্বাস না দেয়ায় কিভাবে তা পূরণ করা হবে এ নিয়ে অনিশ্চয়তার সৃষ্টি হয়েছে। ২০০৫-০৬ অর্থবছরের সংশোধিত এবং ২০০৬-০৭ অর্থবছরের মূল পৌনঃপুনিক বাজেট ঘোষণার আগে চবি প্রশাসনকে ইউজিসি থেকে বাজেট বরাদ্দের যে চিঠি দেয়া হয় সেখানে মূল বাজেটে বরাদ্দের বাইরে কোন পদে জনবল নিয়োগ না করতে সুস্পষ্টভাবে নির্দেশ দেয়া হয়। তবে বিশেষ প্রয়োজনে জনবল নিয়োগের ক্ষেত্রে কমিশনের পূর্বানুমোদন নেয়ার কথা বলা হয়। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন সূত্রে জানা যায়, ২০০০-০১ অর্থবছর থেকেই ইউজিসি থেকে বাজেট বরাদ্দের চিঠিতে এ কথা বলা হলেও কোন বছরই তা মানা হয়নি। জোট সরকারের পাঁচ বছর মেয়াদে যথেচ্ছভাবে জনবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এভাবে জনবল নিয়োগ করতে গিয়ে দলীয় বিবেচনাকেই প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। এভাবে নিয়োগকৃতদের অধিকাংশই জামায়াত-শিবিরের ক্যাডার।

জানা যায়, গত বছরের জুনে ইউজিসি থেকে বিদ্যমান জনবলের ভিত্তিতে বেতন ও ভাতা খাতের বরাদ্দ দেয়া হয়। ২০০৫-০৬ অর্থবছরে যেসব শিক্ষক, কর্মকর্তা ও কর্মচারী নিয়োগ দেয়া হয় তার এবং চবি কলেজের জন্য কোন বরাদ্দ প্রদান করা হয়নি। ফলে বেতন ও ভাতা খাতে ১ কোটি ৫৬ লাখ টাকা ঘাটতি ভয়াবহ : পৃষ্ঠা ৭ : কলাম ৩

ভয়াবহ : আর্থিক সংকটে

(৩য় পৃষ্ঠার পর) পড়ে।

কিন্তু ইউজিসি থেকে এ পর্যন্ত এ টাকা দেয়ার কোন আশ্বাস দেয়া হয়নি। তারপরও ২০০৬-০৭ অর্থবছরে চার কোটি ৭৯ লাখ ৭০ হাজার টাকা ঘাটতি রেখে চবি প্রশাসন বাজেট ঘোষণা করে।

নিয়োগ সংক্রান্ত বিষয়ে চবি উপাচার্য এম বদিউল আলম বলেন, যেসব লোকবল নিয়োগ দেয়া হয়েছে তা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রয়োজনেই দেয়া হয়েছে। তিনি বলেন, তার মেয়াদে কোন অতিরিক্ত নিয়োগ দেয়া হয়নি।